কিসকাট

বেস্টসেলার ক্রাইম থ্রিলার

কিসকাট ২ কিসকাট ৩ কিসকাট ৪

কিসকাট ৫ কিসকাট ৬ কিসকাট ৭

কিসকাট ৮ কিসকাট ৯ কিসকাট ১০

কিসকাট ১১ কিসকাট ১২ কিসকাট ১৩

কিসকাট ১৪ কিসকাট ১৫ কিসকাট ১৬

কিসকাট ১৭ কিসকাট ১৮ কিসকাট ১৯

কিসকাট ২০ কিসকাট ২১ কিসকাট ২২

কিসকাট ২৩ কিসকাট ২৪ কিসকাট ১৫

বেস্টসেলার ক্রাইম থ্রিলার

কিসকাট

ক্যারিন স্লটার

অনুবাদ

অনীশ দাস অপু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

কিসকাট	ক্যারিন স্লটার
অনুবাদ	অনীশ দাস অপু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৬৫০.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক

©	Writer
kisscut	
(Best seller crime thriller)	Karin Slaughter
Translated by	Anish Das Apu
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Published	February 2024
Printers	Shameem Printing Press
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	650.00 Taka Only
ISBN	978-984-98390-2-6
E-mail	nalonda71@gmail.com

উ ৎ স র্গ

মৃদুল আহমেদ

আমেরিকা প্রবাসী এই মানুষটিকে আমি কখনো দেখিনি। ফেসবুকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। জানলাম তিনি আমার মহা ভক্ত। আর ভক্তদের ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই!

ভূমিকা

Child pornography সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন? এর বীভৎসতা নিয়ে কখনো কোনো বই পড়েছেন?আমি অন্তত পড়িনি!তাই তো Karin Slaughter-এর *কিসকাট* অনুবাদ করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম!না, শুধু চাইল্ড পর্নোগ্রাফি নয়, আরও ভয়াবহ কিছু বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর বেস্টসেলার এই ক্রাইম ফিকশনটি রচনা করেছেনযার পরতে পরতে রয়েছে এমন অবিশ্বাস্য সব ঘটনা যা পড়লে মনে হবে *কিসকাট* সত্যি মাথানষ্ট একটি থ্রিলার!

শুরুটা সাধারণ!তারপর? যে সীমাহীন নোংরামি আর ভয়াবহ চমক আছে এ বইতে তার Impact সহ্য করা সত্যিমুশকিল!নিজ দায়িত্বে পড়বেন এ বইটি।

অনীশ দাস অপু
ঢাকা

ক্যারিন স্লটার এবং কিসকাট সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মন্তব্য

খুব কম তরুণ লেখকই ক্যারিন স্লটারের মতো লিখতে পারেন– আটলান্টা জার্নাল— কন্সটিটিউশন
দুর্দান্ত বই। লেখিকার সেরা ক্রাইম থ্রিলার- মাইকেল কোনালি
মুগ্ধ করার মতো চরিত্র-চিত্রণ— পিপল
দ্রুতগতির থ্রিলার। দুর্বলচিত্তদের জন্য নয়- লাইব্রেরি জার্নাল

‘ড্যান্সিং কুইন,’ মিউজিকের তালে, স্কেটিং রিঙ্ক ঘুরতে ঘুরতে বিড়বিড় করে গাইছে সারা লিনটন, ‘ইয়াং অ্যান্ড সুইট, অনলি সেভেনটিন।’

বামপাশে বিকট ঘরঘর শব্দে ঘুরতেই দেখল একটা বাচ্চা হুড়মুড়িয়ে আসছে ওর দিকে। আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগত বাচ্চাটার সঙ্গে। চট করে ওকে ধরে ফেলল সারা।

‘জাসটিন?’ সাত বছরের বাচ্চাটাকে চিনতে পেরেছে ও। ওর পিঠের জামা আঁকড়ে ধরে আছে।

‘হেই, ডা. লিনটন,’ হাঁপাচ্ছে জাসটিন। মাথার তুলনায় হেলমেটটা বেশ বড়। সারার দিকে মুখ তুলে তাকাতে বেশ কয়েকবার ওটাকে ঠেলে দিতে হলো মাথার পেছনে।

জাসটিনের হাসি ফিরিয়ে দিল সারা যদিও হাসতে চায়নি।

‘হ্যালো, জাসটিন।’

‘এই গানটা আপনার খুব প্রিয়, তাই না? আমার মা-ও এ গানটা বেশ পছন্দ করে।’ সারার দিকে তাকাল জাসটিন। বিস্ময় ফুটে আছে চেহারায়। সারার বেশিরভাগ রোগীর মতো জাসটিনও বোধকরি ওকে ক্লিনিকের বাইরে দেখে বেজায় অবাক হয়েছে। সারা মাঝে মাঝে ভাবে, ওদের হয়তো ধারণা সে বেজমেন্টে বাস করে, অপেক্ষা করে রোগীরা কখন সর্দি-কাশি কিংবা জ্বর বাধিয়ে ওর কাছে আসবে।

‘সে যাকগে,’ জাসটিন আবার হেলমেট ঠিকঠাক মাথায় বসাতে গিয়ে কনুইয়ের প্যাডে নাকে বাড়ি খেল। ‘দেখলাম গানটা আপনি গাইছেন।’

‘দেখি তো!’ সারা ঝুঁকল জাসটিনের থুতনিতে, বেঁধে দিল হেলমেটের ফিতে। রিঙ্কে এত জোরে গান বাজছে, হেলমেটের প্লাস্টিক বাকল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

‘ধন্যবাদ,’চেঁচিয়ে বলল জাসটিন। তারপর কেন কে জানে, হাতজোড়া রাখল হেলমেটের মাথায়, যেন বিশ্রাম দিচ্ছে হাত দুটোকে। আর এটা করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে, হোঁচট খেল, পড়ে যাচ্ছিল, আঁকড়ে ধরল সারার পা।

আবারও জাসটিনের জামা চেপে ধরল সারা, রিঙ্কের সেফটি রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। স্কেটিং করতে গিয়ে পাছে চিতপটাং হয়ে পড়ে এই ভয়ে ফোরহুইল টাইপের স্কেট বেছে নিয়েছে ও।

‘ওয়াও!’ খিলখিল করে হাসল জাসটিন, রেলিং ধরে রেখেছে। স্থির দৃষ্টি সারার স্কেটে, ‘আপনার পা কত বড়!’

নিজের স্কেটের দিকে তাকাল সারা। বিব্রত বোধ করল। সাত বছর বয়স থেকে নিজের বেঢপ পায়ের আকৃতি নিয়ে বহু ঠাট্টা হজম করতে হয়েছে ওকে। প্রায় ত্রিশ বছর পরে একটা পিচ্চির কাছে সমালোচনা শুনে ওর ইচ্ছে করল এক বাটি চকলেটফাজ আইসক্রিম নিয়ে বিছানায় উঠে লেপ দিয়ে ঢেকে রাখে পা জোড়া।

‘আপনি তো ছেলেদের স্কেট পরে আছেন’, কিচমিচ করে উঠল জাসটিন। ‘রেলিং ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে দেখাচ্ছে সারার পা। ছেলেটা তাল হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল সারা।

‘সুইটি,’ জাসটিনের কানে মৃদু গলায় বলল ও, ‘তোমাকে আমিই কিন্তু বুস্টার ডোজ দিই, ভুলে যেয়ো না।’

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বহুকষ্টে মুখে হাসি ফোটাল জাসটিন। ‘আমার মা মনে হয় আমাকে খুঁজছে।’

বিড়বিড় করে রেলিং ধরে ধরে এগোল ও, একবার ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে দেখল, সারা ওর পিছু নিয়েছে কিনা।

বুকে হাত বেঁধে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জাসটিনকে চলে যেতে দেখছে সারা। ও প্যাথলজিস্ট কামশিশুকিশোর বিশেষজ্ঞ। বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসে। তবে শনিবার রাতটিও বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে কাটাতে হবে, এমন শর্তকেউ ওর ওপর জুড়ে দেয়নি।

‘ও তোমার ডেট নাকি?’ সারার বোন টেসা স্কেটিং করতে করতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

বোনের দিকে কটমট করে তাকাল সারা। ‘এসবের মধ্যে না চাইতেও জোর করে আমাকে জড়িয়ে ফেলা হলো।’

হাসার চেষ্টা করল টেসা। ‘কারণ, তুমি আমাকে ভালোবাস।’

‘ঠিক কথা,’ কঠিন হাসি উপহার দিল সারা। দেখতে পেল ডেভন লকউডকে। টেসার লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ড। সেও স্কেটিং করতে এসেছে। লিনটন পরিবারের প্লাম্বিং বিজনেস দেখভাল করে ডেভন। সে তার ভাইপোকে নিয়ে বাচ্চাদের রিঙ্কেস্কেটিং করছে। ডেভনের ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

‘ওর মা আমাকে দুচক্ষেদেখতে পারে না,’ অনুযোগের সুর টেসার কণ্ঠে।‘ডেভনের কাছ ঘেঁষলেই কেমন কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

‘আমাদের বাবাও তাই করেন,’বোনকে মনে করিয়ে দিল সারা।

ডেভন ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল।

‘ও তো বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে বেশ পটু,’ নিচু গলায় বলল টেসা, যেন নিজেকেই শোনাল কথাটা। ঘুরল সারার দিকে। ‘জেফ্রিকোথায়?’

সারা ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের দিকে চাইল। অবাক লাগছে ভেবে ওর প্রাক্তন স্বামী এখানে এলো কি এলো না তা নিয়ে কেন চিন্তা করছে!

'জানি না,' জবাব দিল ও। 'এ জায়গায় কবে থেকে এত লোকের ভিড় জমতেশুরু করল?'

'আজ শনিবারের রাত এবং ফুটবল সিজন এখনও শুরু হয়নি, লোকের যাওয়ার জায়গা কোথায় আর?' বলল টেসা তবে সারাকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সুযোগ দিল না। 'জেফ্রি কই?'

'ও মনে হয় আসবে না।'

টেসা এমনভাবে হাসল, সারা বুঝতে পারল তার বোন কটাক্ষ করে কিছু বলবে।

'যা বলতে চাস, বলে ফ্যাল।'

'আমি কিছুই বলতে চাই না,' বলল টেসা। ও মিথ্যা বলছে না সত্য বুঝতে পারল না সারা।

'আমরা শ্রেফ ডেট করছি,' বিরতি দিল সারা, ও আসলে কাকে জবাবদিহি করতে চাইছে? টেসা নাকি নিজের কাছে?

'সিরিয়াস কিছু নয়।'

'বুঝতে পারছি।'

'এমনকি আমরা চুমুও খাই না।'

হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে হাত তুলল টেসা। 'বুঝতে পারছি,' পুনরাবৃত্তি করল সে, কৃত্রিম হাসি ঠোঁটে।

'অল্প কয়েকটা ডেট করেছি, ব্যাস।'

'আমার কাছে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

সারা রেলিংয়ে ভর দিল। নিজেকে ওর প্রাপ্তবয়স নারী নয়,স্বল্পবুদ্ধির কোনো টিনেজ বলে মনে হচ্ছে। জেফ্রিকে ও দুই বছর আগে ডিভোর্স দিয়েছে আরেকটা মেয়ের সঙ্গে বিছানায় আবিষ্কার করার পরে। মেয়েটার শহরে সাইনবোর্ডলেখার দোকান আছে। আবার কেন জেফ্রির সঙ্গে ও মেলামেশা শুরু করল, সেটা ওর নিজের এবং পরিবার উভয়ের কাছেই রহস্য।

করুণ সুরের একটা গান বেজে উঠল। স্কেটিং রিঙ্কের আলো প্রায় নিভু নিভু হয়ে এলো। সারা দেখল, ছাদ থেকে নেমে আসছে ঝলমলে একটা মিরর বল, গোটা রিঙ্ক জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে চৌকো আলো।

'আমি বাথরুমে যাব,' সারা বলল তার বোনকে।'জেফ এলো কিনা একটুখেয়াল রাখিস।'

সারার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল টেসা। 'এইমাত্র একজন বাথরুমে ঢুকল।'

'ওখানে এখন দুটো বাথরুম আছে,' মহিলাদের রেস্টরুমের দিকে ঘুরল সারা। দেখল মোটাসোটা এক কিশোরী ভেতরে ঢুকে গেছে। মেয়েটিকে চেনে ও। জেনি উইভার। ওর এক রোগিণী। হাত নাড়ল সারা। কিন্তু মেয়েটি ওকে লক্ষ করেনি।

টেসা মৃদু গলায় বলল, 'একটু অপেক্ষা করো।'

আরেক কিশোরকে জেনির পেছন পেছন রেস্টরুমে ঢুকতে দেখে সারার কপালে ভাঁজ পড়ল। এভাবে একের পর এক লোকজন বাথরুম দখল করে ফেললে ব্লাডার ফেটে মারাই যাবে সারা।

সদর দরজার দিকে মাথা কাত করল টেসা। 'ওই যে বলতে না বলতেই এসে হাজির লম্বা আর সুদর্শন লোকটা।'

জেফ্রিকে রিঙ্কের দিকে এগোতে দেখে বোকা বোকা হাসি ফুটল সারার মুখে। ওর পরনে .গ্রে সুট, গলায়লাল রঙের টাই। গ্রান্ট কাউন্টির পুলিশ চিফ হিসেবে ঘরের বেশিরভাগ মানুষজন তার চেনা। চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে জেফ্রি। সারাকে খুঁজছে। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে।

টাউন করোনারের কাজ করতে গিয়ে জেফ্রির সঙ্গে পরিচয় সারার। বাড়তি কিছু পয়সা কামাইয়ের জন্য ও করোনারের দায়িত্ব পালন করছিল। সারা এখন হার্টসডেল চিলড্রেনস ক্লিনিকে প্যাথলজিস্ট এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছে। প্যাথলজি বিষয়টি ওকে খুব টানে।

অবশেষে সারাকে চোখে পড়লজেফ্রির। বেটি রেলেন্ডসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছিল ও, থেমে গেল মাঝপথে। তারপর আবার কথা বলতে লাগল বেটির সঙ্গে। বেটি শহরের একটি স্টেশনারি দোকানের মালিক। ওখানে সস্তায় নানান জিনিস পাওয়া যায়।

বেটি কী নিয়ে কথা বলছে অনুমান করতে পারে সারা। গত তিন মাসে দুইবার চুরি হয়েছে বেটির দোকানে। তার ভঙ্গি মারমুখী যদিও জেফ্রির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সে বেটির কথা শুনছে। আনমনা লাগছে তাকে। তবে মহিলা বকবক করেই চলেছে।

অবশেষে মাথা ঝাঁকাল জেফ্রি, বেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, সম্ভবত কাল কথা হবে ধরনের কিছু বলল। বেটির বাহুথেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল জেফ্রি, মুখে ভীরু হাসি নিয়ে পা বাড়াল সারার দিকে।

'হেই,' বলল জেফ্রি। নিজেকে বাধা দেওয়ার আগেই সারা দেখতে পেল, সে জেফ্রির বাড়ানো হাতখানা ধরে ফেলেছে।

'হ্যালো, জেফ্রি,' উদয় হলো টেসা, অস্বাভাবিক ধার তার কণ্ঠে। জেফ্রির সঙ্গে ওদের বাবা এডি সবসময় খারাপ ব্যবহার করেন।

বিস্মিত ভঙ্গিতে হাসল জেফ্রি। 'হেই, টেসা।'

টেসা 'উঁ' জাতীয় শব্দ করে ওখান থেকে কেটে পড়ল। যাওয়ার আগে সারার দিকে 'সব জানি' ধরনের একটি চাউনি হানল।

সারা হাত ছেড়ে দিতে চাইলেও জেফ্রি বিযুক্ত হতে চাইছে না। হাত টেনে নিয়ে বুকে বাঁধল। 'তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

'আসতে একটু ঝামেলা হচ্ছিল।'

'ওর স্বামী কি শহরের বাইরে?' কটাক্ষের সুরে জিজ্ঞেস করল সারা। 'ও' মানে জেফ্রিযে মহিলার সঙ্গে পরকীয়া করছিল।

জেফ্রি জবাব দিল, 'আমি ফ্রাঙ্কের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

ফ্রাঙ্ক হলো গ্রান্ট কাউন্টি স্কোয়াডের ডিটেকটিভ। যদিও জেফ্রির চেহারার ভঙ্গি প্রমাণ করে, সে সত্যি কথা বলছে না।

'আজ রাতে ওকে ডিউটি করতে হবে বলে দিয়েছি। চাই না কেউ আমাদের বিরক্ত করুক।'

'বিরক্ত করুক মানে?'

জেফ্রির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। 'মন চাইছে, আজ রাতে তোমাকে ছলাকলায় ভোলাব।'

হেসে উঠল সারা। ওকে চুমু খেতে যাচ্ছিল জেফ্রি, এক কদম পিছিয়ে গেল ও।

'সবার সামনে নয়,' বলল সে।

'তাহলে এদিকে এসো।'

জেফ্রির বাড়ানো হাত ধরল সারা। বাথরুমের ধারে, স্কেটিং রিঙ্কের পেছন দিকে চলে এলো জেফ্রি। এখান থেকে কেউ ওদেরকে লক্ষ করবে না।

'এখন ঠিক আছে?' জানতে চাইল জেফ্রি।

'হুঁ,' মুখ নামিয়ে সারা তাকাল জেফ্রির দিকে। স্কেট পরেছে বলে সারার উচ্চতা বেড়ে গেছে কয়েক ইঞ্চি। 'আমার একবার বাথরুমে যাওয়া খুবই দরকার।'

কদম বাড়াতে যাচ্ছিল সারা, ওকে বাধা দিল জেফ্রি, কোমর জড়িয়ে ধরল।

'জেফ।' সচেতন রইল সারা যাতে কণ্ঠস্বরে হুমকি ফুটে না ওঠে।

'তুমি ভারি সুন্দর, সারা।'

টিনেজারদের মতো চোখের মণি ঘোরাল সারা।

হাসার চেষ্টা করল জেফ্রি। 'গতকাল সারারাত তোমাকে চুমু খাওয়ার কথা ভেবেছি।'

'আচ্ছা?'

'তোমার জিভেরস্বাদটা খুব মিস করছি।'

পাত্তা না দেওয়ার ভান করল সারা। 'এখনও কোলগেটই আমার পছন্দ।'

'আমি ওই স্বাদের কথা বলিনি।'

বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল সারার। ওর প্রতিক্রিয়া দেখে মজা পেয়েছে জেফ্রি। হাসল সে। সারার সারা শরীরঝিনঝিন করে উঠল। প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বেজে উঠল জেফ্রির পেজার।

সারার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেফ্রিযেন বিপ বিপ শব্দটা কানেই যায়নি।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সারা। 'ধরবে না?'

অবশেষে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা পেজারের দিকে তাকাল জেফ্রি। বিড়বিড় করে বলল, 'ধুত্তোর!'

'কী হলো?'

'চুরি।' সংক্ষেপে জানাল জেফ্রি।

'ফ্রাঙ্ক না ডিউটিতে আছে?'

'ওকে ছোটখাটো কাজের দায়িত্বদেওয়া হয়েছে। আমাকে পে ফোনে কথা বলতে হবে।'

'তোমার সেলফোন কোথায়?'

'ব্যাটারিতে চার্জনেই।' বিরক্তিচেপে রাখার চেষ্টা করছে জেফ্রি। ওকে আশ্বস্ত করার হাসি উপহার দিল। 'আজকের রাতটা কাউকে নষ্ট করতেদেব না সারা।' ওর গালে হাত রাখল। 'তোমার চেয়ে কেউ আজ রাতে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণনয়।'

চলে গেল জেফ্রি। বিকট শব্দে বাথরুমের দরজা বন্ধ হতে লাফিয়ে উঠল সারা। জেনি উইভার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। রিঙ্কের দিকে তাকিয়ে রইল ধ্যানমগ্নচেহারা নিয়ে। ওর পরনে কালো রঙের লম্বা স্লিভের টি-শার্ট। ত্বক কেমন ফ্যাকাসেআর বিবর্ণ। হাতে লাল টকটকে ব্যাকপ্যাক। সারা ওর দিকে এগিয়েছে, ব্যাগটি কাঁধে ফেলল জেনি। সারার বুকে ঘষা খেল ব্যাকপ্যাক।

'আরি,' লাফ মেরে পিছিয়ে গেল সারা।

চোখ পিটপিট করল জেনি। ওর চিকিৎসককে চিনতে পেরেছে। মৃদু গলায় বলল, 'সরি,' সারার দিকে তাকাচ্ছে না।

'ইট'স ও কে,' বলল সারা। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ঝামেলায় আছে তাই ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'জি, ম্যাম,' বুকের সঙ্গে ব্যাগ চেপে ধরে বলল জেনি।

সারা আর কিছু বলার আগেই চলে গেল জেনি। ভিডিওগেম রুমে বাচ্চাদের ভিড়ে ওকে মিশে যেতে দেখল সারা। পর্দার সবুজাভ আলোয় জেনিকে সবুজ লাগল। সে কিনারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সারার মনে হচ্ছিল,

কিছু একটা সমস্যা হয়েছে জেনির। কিন্তু ছুটে গিয়ে ওর কাছে কিছু জানতে চাওয়াটাও এ মুহূর্তেশোভন হবে না। এ বয়সে সবকিছু নাটকীয়তা নিয়ে চলে। টিনেজ মেয়েদেরকে খুব ভালো চেনে সারা। হয়তো বিষয়টি ছেলেঘটিত।

করুণ যুদ্ধগাথা শেষ হতে আবার পূর্ণোদ্যমে জ্বলল বাতি। স্পিকারে গমগম করে উঠল আরেকটি পুরানো রক সংগীত। রিঙ্কের স্কেটাররা গানের তালে নাচছে। অমন প্রাণোচ্ছল, চটপটে কোনোদিনই ছিল না সারা। স্কেটি নামের এই জায়গাটির মালিকানা সেই কিশোর বয়স থেকে বহুবার হাত বদল হতে দেখেছে সারা। এটি এখনও গ্রান্ট কাউন্টির কিশোর-তরুণদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এ ভবনের পেছনদিকে বহু সাপ্তাহিক ছুটির রাতে ওর জীবনের প্রথম সিরিয়াস বয়ফ্রেন্ড স্টিভ ম্যানের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে সারা। স্টিভের বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে সংসারের পুরো দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে বর্তায়। স্টিভ তাদের পারিবারিক হার্ডওয়্যারের দোকান চালাচ্ছিল। সে এখন বিয়ে-শাদি করে বাচ্চার বাপ। সে এবং সারা এ শহর ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল। পারেনি। সারা আটলান্টায় চলে গেলেও কয়েক বছর পরে আবার ফিরে এসেছে। আর আজ সে স্কেটিতে জেফ্রি টলিভারের সঙ্গেখোশগল্প করছে। অন্তত চেষ্টা করছে।

সারা শ্রাগ করে বাথরুমের দিকে এগোল। এসব চিন্তা মাথায় রাখতে চায় না। দরজার হাতলে হাত রেখেই চমকে উঠে সরিয়ে নিল হাত। চটচটে, আঠালো কী যেন লেগে আছে ওখানে। রিঙ্কের এ অংশে আলো বেশ কম। মুখের কাছে হাত নিয়ে এলো সারা, কী লেগেছে দেখতে। তবে হাত দেখার আগেই গন্ধটা নাকে যেতেই বুঝতে পেরেছে ওটা কীসের গন্ধ। জেনির ব্যাকপ্যাক বুকের যেখানে ঘষা খেয়েছিল সেদিকে তাকাল সারা। ওর বুক জুড়ে ফুটে আছে রক্তের সরুরেখা।

২

দেয়াল থেকে টেনে পে ফোনটা ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করল না জেফ্রি যদিও সেটাই করার জন্য নিশপিশ করছিল হাত। বুক ভরে দম নিল সে, থানার নম্বরে ডায়াল করল এবং ধৈর্য ধরে শুনতে লাগল ক্রিরিরিং শব্দে রিং হচ্ছে।মারিয়া সিমন্স, ওর সেক্রেটারি এবং থানার পার্টটাইম ডিসপ্যাচার সাড়া দিল। 'গুড ইভনিং, গ্রান্ট কাউন্টি পুলিশ বিভাগ, একটু ধরবেন, প্লিজ?' তারপর কোনো জবাবের ধার না ধেরেই জেফ্রিকে অপেক্ষায় রেখে দিল। জেফ্রি 'ক্লিক' একটা শব্দ শুনল। আবারও গভীর শ্বাস নিল ও, বিরক্তি প্রকাশ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে। সারার কথা ভাবছিল ও। সারার দিকে ও এক কদম এগোলে, দুই পা পিছিয়ে যায় মেয়েটা। কারণটা জানে জেফ্রি, কিন্তু সেই কারণ মেনে নিতে হবে এমন কোনো দিব্যিও ওকে কেউ দেয়নি।

দেয়ালে হেলান দিল জেফ্রি। টের পেল, পিঠ বেয়ে ঘাম পড়ছে। পূর্ণ শক্তিতে ছুটে আসছে আগাস্ট, জর্জিয়ার সবচেয়ে উত্তপ্ত মাস হতে চলেছে যার কাছে জুন এবং জুলাইকে মনে হবে শীতকাল। মাঝে-মধ্যে বাইরে কোনো কাজে গেলে জেফ্রির মনে হয় ও ভেজা ন্যাকড়ার মধ্যে শ্বাস নিচ্ছে। গলার টাই ঢিলে করল ও, শার্টের ওপরের দিকের দুটো বোতাম খুলে দিল বাতাস ঢোকার জন্য।

দালানের সামনে দিয়ে ভেসে এলো খ্যাঁকখ্যাঁক হাসির আওয়াজ। কিনারায় উঁকি দিল জেফ্রি। এখান থেকে পর্কিং লট পরিষ্কার দেখা যায়। একটা লঝঝড়ে, পুরানো কামারো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে কতকগুলো ছেলে। একটা সিগারেট ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। পে ফোন ভবনের এক পাশে বলে উজ্জ্বল সবুজ-হলুদ রঙের শামিয়ানার নিচে আড়াল হয়ে আছে জেফ্রি। ওরা বোধহয় গাঁজাভরতি সিগারেট টানছে, ঠিক নিশ্চিত নয় ও। ছেলেগুলোর কাছে যাবে কি যাবে না এ নিয়ে দোটানায় আছে জেফ্রি, মারিয়া ফিরে এলো লাইনে।

'গুড ইভনিং, গ্রান্ট কাউন্টি পুলিশ বিভাগ থেকে বলছি। এতক্ষণ ধৈর্য ধরার জন্য ধন্যবাদ। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'মারিয়া, আমি জেফ্রি।'

'ও, আরে, চিফ,' বলল মারিয়া। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। একটা দোকানে চুরির ফলস অ্যালার্ম ছিল ওটা।'

'কোন দোকান?' জিজ্ঞেস করল জেফ্রি, বেটি রেলন্ডসের কথা মনে পড়ে গেল। সে একটা মনিহারি দোকান চালায়।

'ক্লিনার্স,' জবাব দিল মারিয়া। 'বুড়ো বার্গেস ভুলে অ্যালার্ম চালু করে দিয়েছিল।'

মারিয়ার নিজেরই বয়স সত্তর, সে কিনা বিল বার্গেসকে বুড়ো বলছে! জেফ্রি জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

'ব্রাড ফোন পেয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল, কিন্তু ওখানে গিয়ে কিছু দেখতে পায়নি।'

'ও কী বলল?'

'শুধু বলল, কী যেন এক নজর চোখে পড়েছে। ব্রাডকে তো চেনেনেই, নিজের ছায়া দেখেও চমকে ওঠে।' খিকখিক করে হাসল মারিয়া।

ব্রাডের বয়স একুশ। গোল মুখ আর কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা সোনালি চুলে ওকে কিশোর বলে ভ্রম হয়।

'ফ্রাঙ্ক আজ রাতের ডিউটিতে আছে,' বলল জেফ্রি। সারার কথা ভাবছে। 'কেউ মারা না গেলে আমাকে ফোন-টোন করবে না।'

'এক ঢিলে দুই পাখি।' আবার খিকখিক হাসি মারিয়ার। 'করোনার এবং পুলিশ চিফ একসাথে।'